“প্রীতি নিন রিয়াদের সব ক্যাটাগরির কলম যোদ্ধারা”

হাবিবুর রহমান

“প্রীতি নিন রিয়াদের সব ক্যাটাগরির কলম যোদ্ধারা”। “মৌসুমী লেখকের” স্পেশাল লেখক রিংকু সারথির কাছে বিনীত জিজ্ঞাসা রিয়াদ থেকে সদ্য প্রকাশিত “অনিবাসের” চারণভূমি কি রিয়াদে সীমাবদ্ধ? বা রিয়াদের কলম যোদ্ধাদের নিয়ে, তাঁদের দ্বারা ও তাঁদের জন্যই অনিবাস? অন্য সবাই অর্থাৎ অপরাপর বাংলাভাষীরা, প্রবাসে বা দেশে যারা পড়ে সবাই অপাংতেয়? এ বিষয়ে কি বলেন সম্পাদক? রিংকু সারথি লেখকের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন এভাবে : ১. যারা কালেভদ্রে লিখেন অর্থাৎ আইডেনটিটি কার্ড নবায়ন করেন না তারা হলেন মৌসুমী লেখক বা অ-লেখক। ২. যাঁরা সবসময় লিখেন অর্থাৎ পেশাদার লেখক অর্থাৎ যাঁরা আইডেনটিটি কার্ড নবায়ন করেন তারা হলেন প্রকৃত লেখক। মৌসুমী লেখকরা সাধারণের চেয়েও বেশী সাধারণ।”

বাহ! চমৎকার! আসুন এবার একটু যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে যাচাই করি কে আসল সোনা কে পিতল।

১. শিশুসাহিত্যিক সাজেদুল করিম। জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তার অবিস্মরনীয় সৃষ্টি “চিংড়ি ফড়িংয়ের জন্মদিনে”। একটি মাত্র বইই তিনি লিখেছেন।

২. কবি রওশন ইয়াজদানি। শিশুদের জন্য লিখেছেন ছড়া :

   হাঁসি বলে হাঁসা
   হাঁসা বলে হাঁসি
   এই নিয়ে হাঁসা হাঁসি
   করে হাসাহাসি।

   এ ছড়াটি দীর্ঘদিন পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আজো আছে কি না জানি না। কবি রওশন ইয়াজদানীর খুব বেশী বই আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

৩. অদ্বৈত মল্ল বর্মন : “তিতাস একটি নদীর নামের” লেখক। সর্বসাকুল্যে ২/৩টা বই লিখেছেন।

এ তিনজনকে কি বলবেন? মৌসুমী লেখক - অ-লেখক না লেখক? “গজাতে চাইলে গজান পাতালের শেকড় প্রোথিত খর্জুর বৃক্ষ হয়ে।” খর্জুর বৃক্ষের মূলকে বলা হয় “গুচ্ছমূল”। গুচ্ছমূল পাতালে শেকড় প্রোথিত করতে পারে না। থাকে মাটির উপরিভাগে। তেমনি “মুক্তচিন্তার” রিক্তলেখকের মূলও মাটির খুব গভীরে বিস্তৃত নয়।

সাহিত্য সাধনার, সহজ করে বললে সাহিত্য চর্চার প্রাণ হলো লিটল ম্যাগাজিন। (লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে আরো কিছু বলার আছে আমার। বাড়ান্তরে সুযোগ নেব।) বাহান্নর পর থেকে বাংলাদেশে লিটল ম্যাগাজিন হয়ে গেছে একুশ কেন্দ্রিক। একুশ কেন্দ্রিক লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি করেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন শাহাবুদ্দিন নাগরী, মোস্তফা মজিদ, জাহিদ হায়দার, দাউদ হায়দার প্রমুখ। লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের বলবো কি অ-লেখক? বা মৌসুমী লেখক? ইঞ্জিনিয়ারীংয়ের ছাত্র মেজবাহ উদ্দিন জওহের। ছাত্রাবস্থায় লিখছেন কিনা জানিনা। জীবনরসজ্ঞ এ লেখকের লেখা পাঠকরা আগ্রহ নিয়ে পড়েন। আমিতো গোগ্রাসে গিলি। বলবো আমি তিনি অ-লেখক বা মৌসুমী লেখক? সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে “নন্দিত নরকে” নামক একটি ছোট্ট উপন্যাস তোলপাড় তুলেছিল। লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের একজন অখ্যাত তরুন অধ্যাপক। নাম তার হুমায়ুন আহমেদ। আজ যার জনপ্রিয়তা এভারেষ্ট চুড়ায়। এপার ওপার মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে ধনাঢ্য লেখক তিনি। কিন্তু তাঁর পেশা অধ্যাপনা। বাংলা সাহিত্যে আমি দুজন লেখককেই জানি। এক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই. সৈয়দ শামসুল হক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে কলম শ্রমিক হিসাবে পরিচয় দিতেন। মানিকের রুটি রুজির একমাত্র পথ ছিল লেখা। সৈয়দ শামসুল হকও তাই সার্বক্ষণিক লেখক। তাহলে বাংলা সাহিত্যে দুজনই লেখক আছেন? কি বলেন রিংকু সারথি? বাংলাভাষার প্রধান কবি, কবি শামসুর রাহমান একবার বলেছিলেন সাংবাদিকতা সাহিত্য সাধনার প্রতিবন্ধক। কারণ তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। “হ্যারি পটার”। আজকের বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত, সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সবচেয়ে আলোড়িত শিশুতোষ উপন্যাস বা রূপকথা। এ সিরিজের তিনিটি বই বেরিয়ে গেছে। তিনটি সুপার ডুপার হিট। হ্যারি পটারের লেখিকা কলম ধরেছিলেন জীবিকার জন্য। তাঁর সন্তানদের ভরণপোষনের অন্য কোন পথ না পেয়ে লেখাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। আমরা যদি রিংকু সারথির তত্ত্ব মেনে নেই তাহলে শুধু ইনিই লেখক। আর তাবৎ বিশ্বের বাদবাকীরা মৌসুমী লেখক (?) বা অ-লেখক (?)।

আমি বাঙালি। বাংলা আমার মাতৃভাষা। রক্তমূল্যে পেয়েছি এ ভাষার মাতৃঅধিকার। আমার আছে বাহান্ন। অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ ভাষার ১৯৯৪ কেন ১৯৫৪ সনেও যদি কোন লেখক কিছু লিখে পরবর্তীকালে আর না লিখেন তাহলেও তিনি আমার নমস্য - আমার শ্রদ্ধাভাজন। কেন? কারণ আমার ধমনীতে বহে বঙ্গরক্ত।

রিংকু সারথি। আপনি একজন ভাল লেখক। গল্প লিখিয়ে হিসাবে আপনার সুনাম আছে। আছে পাঠক প্রিয়তা। আমিও লিখি। আমার রসকষহীন কটরমটর লেখার পাঠকপ্রিয়তা শূণ্যের কোঠায় উঠানামা করে। সে হিসাবে আপনি অনেক বেশী জনপ্রিয়। আচ্ছা একটা কথা বলুনতো আপনার লেখার পাঠক কারা? বাংলাভাষার পাঠক সংখ্যা অন্যান্য ভাষার তুলনায় খুব কম। আমরা বলি বেশী পড়ি কম। সাধারণ মানুষ অক্ষরজ্ঞানহীনতো বটেই। যাদের অক্ষরজ্ঞান আছে তারাও পড়ে কম। এমতাবস্থায় আপনার যারা পাঠক তারা কিন্তু আপনার কথিত মৌসুমী লেখক বা অ-লেখক বা সাধারণের চেয়েও বেশী সাধারণরাই। যদ্দুর জানি আপনার পেশা অন্য কিছু লেখালেখি নয়। সে অর্থে আপনিও কিন্তু মৌসুমী লেখক।

"লেখক হতে হলে এক গাদা একাডেমিক সার্টিফিকেট লাগে না। লাগে শুধু লেখার ইচ্ছা, পড়ার আগ্রহ ও ধারাবাহিক ঔৎসুক্য।" আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আর একটি শর্তের কথা ভুলে গেছেন। সেই শেষের শর্তটা কি জানেন? তাহলো মগজ - যা আপনার নেই। থাকলে "অতুচ্চবিত্ত লেখকদের বাহস্ফোট কমুক এ ধরণের কিম্ভুত শব্দচয়ণ করতেন না। ব্যবহার করতেন না "অপরাগ" শব্দটা। "রাগ" এমনিতেই খারাপ। তার সাথে যদি "অপ" যোগ হয় তাহলে বুঝুন কতখানি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। মগজের অভাব হেতুই এ ধরণের শব্দ চয়নে আপনি আগ্রহী হয়েছেন। "মৌসুমী লেখক - লেখক হবার জন্য যদি আপনি বাসনা প্রকাশ করে থাকেন, তবে মনে রাখবেন লেখা দুই প্রকার। এক সংবাদধর্মী অন্যটা বিনির্মানধর্মী। শেষ পদের লেখকরাই লেখক। অন্য পদের লেখকরা শুধুমাত্র কলমাশ্রয়ী অথবা সময়ের ডাক হরকরা।"

রিংকু সারথি আপনি কবি কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের "রানার" পড়েছেন? না পড়লে পড়বেন। ডাক হরকরার মাহাত্ম তখনই বুঝতে পারবেন। আর সে ডাকহরকরা যদি হয় সময়ের। আজকেতো সময়ের ডাকহরকরারই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। জনাব সারথি তার উদাহরণে অন্নদা শংকর রায়ের একটি বিখ্যাত ছড়া এভাবে প্রকাশ করেছেন- তেলের শিশি ভাঙলো বলে / খুকুর উপর রাগ করো / তোমরা সব বুড়ো খোকা / ভারত ভেঙে ভাগ করো /... এই ছড়াটির ছন্দ পতন এবং বিকৃতি ঘটেছে জনাব সারথীর হাতে এসে। ছড়ার গ্রামার সম্পর্কে লেখকের কোন মাত্রা জ্ঞান আছে বলে আমার সন্দেহ। অথচ সারথির হাতের কাছেই ছিলো মধ্যপ্রাচ্যের বর্ষীয়ান বাঙলা প্রকাশনা 'মরুপলাশ' সম্পাদক, একজন গ্রামার সিদ্ধ ছড়াকার। তিনি ইচ্ছে করলে তার সাহায্যও নিতে পারতেন। কেননা ছড়াটি অন্নদা শংকর রায় এ ভাবে লিখেছেন... তেলের শিশি ভাঙলো বলে/ খুকুর 'পরে রাগ করো / তোমরা যে সব বুড়ো খুকু / ভারত ভেঙে ভাগ করো / তার বেলা...তার বেলা...।।

নীরোদ চৌধুরী। কিশোরগঞ্জের সন্তান। যিনি কোলকাতার বাবু সংস্কৃতির উপর বই লিখে নন্দিত হয়েছেন। আর একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধীতা করে ততোধিক নিন্দিত হয়েছেন। লন্ডন প্রবাসী প্রয়াত নিরোদ চৌধুরী লেখকদের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন এভাবে--এক. পাগল জাতীয় লেখক, দুই. ছাগল জাতীয় লেখক। প্রিয় রিংকু সারথি। আপনি কোন প্রজাতির? এ লেখাটি যখন আমি লিখছি তখন রাত ১টা ৪৬ মিনিট। আমার এই ভেবে ঘুম আসছে না যে, এ ধরণের গোমুর্খ লেখা রিয়াদের নতুন সাহিত্য সাময়িকী অনিবাসে ছাপা হলো ক্যামনে? তাহলে কি আমি ধরে নেব প্রবাসের তাবৎ বাঙালি লেখকদের হেয় করার একটা গোপন ইচ্ছা সম্পাদকের ছিল? তা না হলে তাঁর ঈগল চক্ষু দুটি এড়িয়ে এ লেখা পত্রস্থ হয় কি করে?![১]

জেদ্দা
সৌদি আরব।
Email: habibr@savola.com

[১] *লেখাটার তথ্য ও সাহিত্য মানের বিবেচনায় পোষ্ট করতে বাধ্য হলাম, যদিও যে লেখার বিপরীতে এ রসঘন লেখাটা লেখা হয়েছে সেটা পড়ার সুযোগ হয়নি। যদি এ লেখাটা পড়ে কেহ কোন ভাবে আহত হন - সেটার পুরো দায় আমার, যদি কিছু লিখতে চান - অবশ্যই পোষ্ট করবো। লেখকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। এ ফুটনোট দেবার জন্যে । সবাইকে শুভেচ্ছা - সম্পাদক, সদালাপ ডট কম।*